OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 181 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 181 - 189
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রমাপদ চৌধুরীর ‘খারিজ’ উপন্যাস : অপরাধপ্রবণ সমাজে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধের সংকট

সুজিত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sujitmondal909@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Ramapada Choudhuri, Novel, Social Corrupt, Class Conflict, Child labour, Middle-class, Lower class, Humanity, Poverty.

Abstract

Ramapada chowdhury speaks of middle-class life in his work. In the early stages of his literary career, rural life, cultural conflict, industrialization, and superstitious society were predominant in his works. After the novel ‘kharij’ his literary subject matter changed. Middle-class life in the socio-economic context of civic background and Dalit thought became the subject of his story. The beginning of his second phase of literature is form the novel ‘kharij’.

The novel ‘kharij’ is written in the words of first person. The novel is a self-criticism, of the narrator Jaideep. A good man excels at self-criticism, in this style the reader can identify the character. Jaideep a member of the middle class, lives in a rented house with his wife and children. One winter night, domestic servant palan died of suffocation in a room without a ventilator. The story revolves around palan autopsy.

The author shows the reality of the corrupt society surrounding the autopsy. Even in the 20th century, the Lower class people enrolled their minor son in servant register in exchange for a full meal and some money. Child labour is a legal offence, yet our society uses cheap boys for various job. The landlord distrust and neglect These boy servant. The householder was not sadddened by the death palan. Wear a mask of sadness for fear of losing social respect or to present oneself as an ideal character in the eyes of society. Behind the mask, everyone pretends to be humane. Actually in our society now everyone is selfish and opportunistic.

IN the novel ‘kharij’, Ramapada choudhury talks about the low mentality of a person living in a decadent society. The lower class people are still victims of exploitation and deprivation by the elite of the society. The fugitives do not get justice in the law sold to money. So palan father left the hope of justice and returned to the village. They distort the truth by means of money and titles. That’s why Jaideep walks with his head high despite commiting a crime like negligence. Novelist in the ‘kharij’ novel, he has

shattered the false mask of our society and made us face the extreme truth. Food crisis, class conflict, self-interested opportunists, deprivation of lower class people are brought up in this novel. Also highlighted the crisis of the middleclass people.

Discussion

রমাপদ চৌধুরীর (১৯২২-২০১৮) 'খারিজ' উপন্যাসটি ১৩৮১ বঙ্গাব্দে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর উপন্যাসটি যথেষ্ট আলোড়ন ফেলে। 'খারিজ' উপন্যাসটিকে পাঠকমহল নানাভাবে আদৃত করেন, এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেন -

> "আমার খারিজ-এর প্রতিপাদ্য বিষয় অনেকেরই বোধগম্য হয় নি। কেউ ভেবেছেন এটি একটি বাচ্চা চাকরের গল্প, আরো ভালো মাইনে, এবং শোয়ার ভালো বিছানা কিংবা খাওয়ার কথা বলেছি। কেউ ভেবেছেন আমরা মধ্যবিত্তরাও মানুষ, কিন্তু কি অসহায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। গোটা সমাজের সার্বিক বিশ্লেষণে ঘটনা এবং তার কার্যকারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে যূথবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের আকৃতি প্রকৃতি এবং চরিত্র উদঘাটন এবং তারই মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রকে চিরে চিরে দেখার আত্মসমালোচনাই এর উদ্দেশ্য ছিল। এই জয়দীপ আমি এবং আপনি। এই সমাজ প্রধান অপরাধী, কিন্তু আমরাও সমান অপরাধী। এই সমাজটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।"[১]

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিকে কেন্দ্র করে এবং সেই চরিত্রটির আত্মসমালোচনার দ্বারা বিপর্যস্ত সমাজবাস্তবতাকে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। জয়দীপের মতো আমরাও সমাজের নকল আয়োজনের মাঝে একলা, বিপন্ন। সামাজিক সমারোহের তালে তাল মেলাতে গিয়ে আমাদের ঘিরে ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ক্লান্তি। এই ক্লান্তির জন্য আমরা দায়ী করি সমাজকে। সমাজব্যবস্থা নাকি ব্যক্তিচরিত্র কে দায়ী মানবিকতাহীন পৃথিবীর জন্য? মানুষ থেকেই সমাজের সৃষ্টি আবার সমাজব্যবস্থায় মানুষকে পরিচালনা করে। সত্য বলার ক্ষমতা, প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে আমরা পরস্পরের মন রাখতে মুখ ও মুখোশের খেলায় মগ্ন। আত্মস্বার্থে আঘাত বা সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য আমরা সমাজকেই দায়ী করি। ঠিক যেমন 'খারিজ' উপন্যাসে অন্যের উপর দোষ দিয়ে জয়দীপ সমাজে নিষ্কলুষ থাকার চেষ্টা করে। জয়দীপ যেন আমাদেরই প্রতিচ্ছবি।

উপন্যাসটি লেখা হয়েছে উত্তম পুরুষের বচনে। জয়দীপই গল্পের মূল কথক চরিত্র। গল্পের শুরুতে দেখি অফিসের চাকরিতে সদ্য প্রমোশন পাওয়া জয়দীপ সান্যাল স্ত্রী অদিতি ও সন্তান টুকাইকে নিয়ে ভাড়াবাড়িতে বাস করে। সংসারের নিত্য কাজে স্ত্রীর মেজাজ খিটখিটে হওয়া বা কথকের বৃষ্টির দিনে থলে হাতে বাজার করা থেকে পরিত্রাণ পেতে সান্যাল দম্পতি একজন বালক ভৃত্যের অন্বেষণ করে। বালক চাকর কারণ বাচ্চারা চটপট ফাইফরমাশ খাটতে পারে এবং এই বাচ্চাদের সুলভ মূল্যে রাখা যায়-যা জয়দীপের মতো মধ্যবিত্তের পকেটের সাশ্রয়। প্রতিবেশীর সহায়তায় শেষপর্যন্ত বালক ভৃত্য পাওয়া গেল। বারো বছরের বালকটির নাম পালান। এমন নামের কারণ, তার জন্মের আগে দুটো সন্তান মারা যায় তাই ঠাকুমা নাম রাখে পালান। কুড়ি টাকার মাস মাইনে এবং পুজোর সময় একজোড়া জামা-প্যান্টের চুক্তিতে তার বাবা ছেলের নাম চাকর শ্রেণিতে নথিভুক্ত করে। এতটুকু মা-মরা ছেলের প্রতি অদিতির করুণা হলেও পূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে কঠিন করে তোলে। পালানের আগে আরো তিনজন বালক ভৃত্য সান্যাল পরিবারে কাজ করেছে এবং চলেও গেছে। তাদের মধ্যে একজন বাড়ির আলমারি ভেঙে টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়েছে। সন্দেহের কারণে পালানের উপরও অদিতি বিশ্বাস রাখতে পারেনি। প্রচণ্ড শীতে জুবুথুবু সারা শহর তবুও পালানের ঘরের ভিতরে শোয়ার জায়গা হয়নি। বারান্দায় শতচ্ছিন্ন চাদর ও মলিন বিছানায় রাত কাটাতে হয়। একদিন কনকনে ঠাণ্ডার রাত্রে বারান্দায় রাত কাটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে তার পক্ষে। শীতের রাত্রে একটু উষ্ণতার খোঁজে রান্নাঘরে আশ্রয় নেয়। ঠাণ্ডা ঘর গরম করার জন্য উনুনে কাঠকয়লার আগুন ধরায়। ভেন্টিলেটারহীন বদ্ধ ঘরে কাঠকয়লার ধোঁয়ায় বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড়ের কারণে পালানের মৃত্যু হয়। পরেরদিন সকালে পালান দরজা না খোলায় ভীত অদিতির চীৎকারে বাড়িওয়ালা রায়বাবু ছুটে আসেন। রায়বাবু লাথি মেরে বন্ধ দরজা খুললে পালানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরে পুলিশ এসে মৃত্যুর তদন্তের জন্য বারো বছরের বালকের লাশ নিয়ে যায়। বারো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 181 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বছরের গ্রাম্য ছেলেটি আজ শীতল লাশ কিন্তু শহরের আসার প্রথমদিনে তার মুখে ছিল দাম শ্যাওলার সবুজতা আর ছিল সদ্য নিকানো উঠোনের প্রলেপ। পালানের মৃত্যুতদন্তকে আশ্রয় করে লেখক তাঁর কলমের ডগায় ব্যক্তিচরিত্র এবং সমাজব্যবস্থাকে কাটাছেঁড়া করেছেন। সেই ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে জীর্ণ সমাজব্যবস্থা, সকল শ্রেণীর মূল্যবোধের সংকট(বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির) এবং অপরাধপ্রবণ মানবিকতাহীন ব্যক্তিচরিত্রের কথা।

রমাপদ চৌধুরীর 'খারিজ' পূর্ব 'প্রথম প্রহর' (১৯৫৫), 'লালবাঈ' (১৯৫৬), দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' (১৯৫৭), 'বনপলাশির পদাবলী' (১৯৬২), 'পিকনিক' (১৯৭০), 'অ্যালবামের কয়েকটি ছবি' (১৯৭৩) উপন্যাসগুলিতে বিষয়বৈচিত্র্যের ব্যপকতা লক্ষ্য করা যায়। 'খারিজ' পরবর্তীকালে কাহিনির বিষয় হয়ে ওঠে একমুখী। নাগরিক সমাজের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত জীবন হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়। বলা যেতে পারে 'খারিজ' উপন্যাস থেকেই তাঁর লিখন বিষয়বৈচিত্র্যের পালাবদল ঘটে -

> "সারস্বত সাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, গ্রামীণ কৌম সমাজের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারী যন্ত্রসভ্যতার অনিবার্য সংঘাত; আর পরবর্তী পর্যায়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সংকট-বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে না পারার দুঃসময়ের যন্ত্রণা।"[২]

রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তাঁর প্রায় উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা; এবং নাগরিক পটভূমিতে মধ্যবিত্ত জীবনকে পর্ব থেকে পর্বান্তরে তুলে ধরেছেন। মূলত আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতেই আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে চিহ্নিত করি; কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। এই প্রসঙ্গে রমাপদ চৌধুরী বলেছেন-

> "এই যে মধ্যবিত্ত জীবন তার সমাজ এবং পরিবেশ-আপাতদৃষ্টিতে এসব কিছুই খুব নিস্তরঙ্গ, অনাটকীয়। কিন্তু নিস্তরঙ্গ সমাজজীবনের কোনো এক প্রতিনিধি, মানে একজন ব্যক্তি মানুষ, তার জীবনে হয়তো সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, যেমন চলে আসছিল তার চারপাশের আর দশজন মধ্যবিত্তের মতোই, কিন্তু হঠাৎ এক সকালে কিংবা রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার মুহূর্তে কিংবা কোনো এক বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায়, এমন একটা তুচ্ছ ঘটনা ঘটে যেতে পারে-যা সেই ব্যক্তিমানুষটির অস্তিত্বের শেকড়ে গিয়ে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিতে পারে। ...ঐ সামান্য ঘটনাই ঐ ব্যক্তি মানুষের জীবনে সমস্ত বিশ্বাস, প্রত্যয়, স্বপ্ন এবং এমনকি জীবন সম্পর্কে গড়ে ওঠা তার নিজস্ব ধারণা, সব কিছুই দুমড়ে মুচড়ে দিতে পারে।"[৩]

জয়দীপ ও অদিতির নিস্তরঙ্গ জীবনে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল আর দশজন মধ্যবিত্তের মতোই, কিন্তু পালানের মৃত্যুর পর তাদের অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়ে। জীবন, সমাজবাস্তবতা এবং সম্পর্কের ধারণাগুলো ধীরে ধীরে রং বদলাতে থাকে। চিনতে পারে চারপাশের অপরাধী সমাজকে, যে সমাজে সকলেই ভণ্ড এবং ভণ্ডামির উপর ভালো মানুষের মুখোশ পরিহিত। জয়দীপ ও অদিতির দাম্পত্য সম্পর্কেও সেই দ্বন্দ্বই উঠে এসেছে। জয়দীপ ও অদিতির কলেজ জীবনের প্রেম বিবাহে পরিণতি পায়। প্রেমের প্রথম দিনগুলোতে ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নে বিভোর অদিতির কাছে জাগতিক সম্পদ মূল্যহীন ছিল; কেবল প্রেমিক জয়দীপ অমূল্য ছিল। বিবাহের পর স্ত্রী অদিতি সেই সব জাগতিক সম্পদসুখ চায় যা প্রেমিকা অদিতি চায় নি। সামাজিক পরিস্থিতির চাপ, মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণে উদারচেতা অদিতির মন আজ সংকীর্ণ। প্রেমের প্রথম দিনে বাসস্টপে এক বাচ্চা ভিখারী জয়দীপের কাছে হাত পাতলে সে নির্দয় হয়ে ওঠে, কিন্তু অদিতি বাচ্চাকে দু-পয়সা দান করে। সন্দেহবাতিক মনে যেকোনো ঘটনায় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। জয়দীপের ভাবনা, তার মতন সংকীর্ণচেতা ব্যক্তির পক্ষে অদিতির উদারতার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়; হয়তো অদিতির উদারতার জন্যই তার মতন ক্ষুদ্র মানুষকে সে ভালোবেসেছে -

> "সে জন্যই হয়তো ও আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি। আমার ভিক্ষার হাত ভরিয়ে দিতে চেয়েছে।"[৪]

সেই উদারচেতা অদিতি সংসারে সংকীর্ণমনা হয়ে উঠেছে। নিজের সন্তানের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ থাকলেও প্রচণ্ড শীতে বারান্দায়, শতরঞ্জির মতো দুর্গন্ধময় পাতলা তোষকে একজন বারো বছরের বালক কীভাবে রাত্রিযাপন করবে সেই ব্যাপারে অদিতি উদাসীন। আবার নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর বিপরীত চিত্র দেখি। পালানের মারা যাওয়ার পর তার পিতাকে পুরোনো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 181 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তোষক বের করে দিয়েছিল। সদ্য মৃত সন্তানের শোকার্ত পিতার প্রতি দয়া-মমতা নয়,-অদিতির উদ্দেশ্য ছিল পালানের পিতা আইনি মামলায় তাদের যেন অসুবিধায় না ফেলে। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সহজ-সরল মনও মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়ে।

জয়দীপ ও অদিতি বিয়ের পর ভাড়াবাড়ির সংক্ষিপ্ত আশ্রয়টুকু ঘিরে জমা-খরচের সংসার পাতে। অবিশ্বাসের গাঁথুনিতে তাদের ভালোবাসার ভিত গড়ে ওঠে। অদিতির কলেজ জীবনের বন্ধু ছিল শ্যামলী। জয়দীপের সঙ্গে অদিতির সিনেমা যাওয়ার কথা থাকলেও কাজের চাপে তার টিকিটে শ্যামলী সিনেমা দেখতে যায়। জয়দীপের প্রতি ছিল শ্যামলীর ভালোলাগার দুর্বলতা-

> "আমার সবসময় ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, গল্প করতে, আপনি তো একটুও পচ্ছন্দ করেন না। ...একটুক্ষণ থেমে বললে, অদিতি যে আগেই এসে গেছে।"[৫]

মনের কথা অকপটে প্রকাশ করা জয়দীপের মনে হয়েছিল শ্যামলী সহজলভ্যা। অদিতির প্রতি ভালোবাসা, সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি, ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব ভুলে কামুক জয়দীপ শ্যামলীর শরীর ভোগের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। শ্যামলীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ভোগ করে-

> "তারপর কখন যে সেই ঘাসের আসন থেকে উঠে আমরা দুজন কংক্রিটের বেদীর অন্ধকারে গিয়ে বসেছিলাম; কখন আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেশে আদর করে ছিলাম, আমি নিজেই জানি না"[৬]

এই ঘটনার পর অদিতির চক্ষুশূলে পরিণত শ্যামলী। সবকিছু জেনেও অদিতি একই ছাদের নীচে রুটিনমাফিক দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে জয়দীপের সঙ্গে ভালোবাসার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মধ্যবিত্তের হিসেবের খাতায় চাওয়া-পাওয়া নিয়ে দিন কাটে। এ এক ধরনের বিশ্বাসের সংকট। অদিতির বিশ্বাসভঙ্গের জন্য জয়দীপের মনে আত্মগ্লানি জন্মেছে। অদিতিকে সে ভালোবাসে, তার প্রতি যত্নশীল কিন্তু নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্ত্রীকে ব্যবহার করার কথা ভাবতে দ্বিধা করে না। পুলিশ এস-আই মুখার্জীর মন ভোলাতে স্ত্রীর শরীর পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না-

> "অদিতিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তবু আমার কেমন মনে হয়েছিল, অদিতি এখনো যথেষ্ট সুন্দরী, এবং শিক্ষিতা, ছোটবেলায় ও ইংরেজী মিশনারী স্কুলে পড়েছিল বলে ওর ইংরেজী উচ্চারণ খুব ভালো, প্রথম প্রথম আমি মুগ্ধ হতাম, তাছাড়া চোখের মধ্যে আসন বিছিয়ে হেসে হেসে ও যখন কথা বলে তখন সকলেই যেন কৃতার্থ বোধ করে, সুতরাং ওকে দেখে এবং ওর সঙ্গে কথা বলে এস-আই মুখার্জীর মন নিশ্চয় একটু নরম হবে।"[৭]

স্বার্থোন্মত্ত জয়দীপ আত্মহিতচিন্তায় সকলের বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে। রাতের অন্ধকারে শ্যামলীর শরীর স্পর্শ করা বা বিপদমুক্তির জন্য স্ত্রীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা বিকৃত মানসিকতার পরিচয়। সামাজিক সম্মান হারানোর ভয়ে ভীত মধ্যবিত্ত জয়দীপ অফিসে ঘুষ নিতে ভয় পায়। আত্মভীতিকে আদর্শ বলে সে চাউর করে; ঘুষকে ঘৃণা করলেও এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বেঁচে থাকতে সে ভবিষ্যতে ঘুষ নেওয়ার পক্ষে। আত্মসুবিধার্থে অমানবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাতে পারে। পুত্র হারানোর শোকে দুঃখিত পিতার উপস্থিতিকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি জয়দীপ। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও পালানের পিতাকে বশে রাখতে তার খাতির যত্ন করেছে। মৃত সন্তানের অন্তিম সৎকারের সুযোগটুকু পর্যন্ত বুড়ো পিতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সমাজের সামনে ভালোমানুষের মুখোশ পড়ে থাকলেও ক্লেদাক্ত মানসিকতার ব্যক্তি জয়দীপ।

বর্তমান সমাজে স্বার্থসুবিধায় সম্পর্ক ভাঙে গড়ে। জয়দীপ ও রায়বাবুর মধ্যে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক। দুটোই পৃথক শ্রেণি, তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ ভিন্ন, এরা এক হতে পারে না। বাড়িওয়ালা নিজেকে ভাড়াটিয়ার থেকে উন্নত শ্রেণি বলে গণ্য করে। রায়বাবু সান্যাল দম্পতিকে উচ্ছেদ করে বেশি অর্থে নতুন ভাড়াটিয়া বসানোর চেষ্টা, ব্যবহারের জল বন্ধ রাখা, বাড়ি মেরামত না করে তাদের বাঁচাকে অতিষ্ট করে তুলেছে। সান্যাল দম্পতিও বাড়িওয়ালার সঙ্গে দাঁতে দাঁত চিপে লড়াই করেছে। পালানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এহেন অহি-নকুল সম্পর্কও মধুর হয়েছে। সম্পর্ক ভালো হওয়ার পিছনে দুই পক্ষের স্বার্থ জড়িয়ে। ভেন্টিলেটারহীন ঘরের প্রসঙ্গ পুলিশের খাতায় উল্লেখ না হওয়ার জন্য সান্যাল পরিবারের প্রতি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 181 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রায়বাবুর প্রীতিমূলক আচারণ। অন্যদিকে পালানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রধান সাক্ষী রায়বাবু; সেই কারণে জয়দীপ তাকে তোষামোদ করে চলে।

বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের বানানো পরিচয় ছেড়ে তারা এখন একই ক্লাশের, সম সমাজের প্রতিনিধি। অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তির কাছে নিম্নশ্রেণির মানুষরা বারবার পরাজিত হয়। ভেন্টিলেটারহীনের জন্য পালানের মৃত্যু এমন রিপোর্ট পুলিশের খাতায় উহ্য থাকার জন্য ঘুষের বিনিময়ে ময়নাতদন্তের সত্যতাকে পাল্টানোর চেষ্টা করে। রায়বাবু জানেন আমাদের সমাজে ঘুষের বিনিময়ে যেকোনো সত্যের বিকৃতকরা ক্ষণিকের ব্যাপার মাত্র -

> "আপনার বিপদে যদি আমি না পাশে দাঁড়াই, আমার বিপদে যদি আপনি না দাঁড়ান, তাহলে তো কেউই বাঁচবো না। ...তাই বলছিলাম, কেসটা চাপা দেওয়ার জন্য যদি কিছু লাগে, বলবেন আমাকে। আমরা দুজনেই যাতে বাঁচতে পারি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা কিন্তু ম্যানেজ করবেন। আজকালকার দিনে, জানেন তো, কাউকে কোন বিশ্বাস নেই।"[৮]

দু-মুঠো অন্নের জন্য প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা বারো বছরের নিস্পাপ বালক পোস্টমর্টমের টেবিলে শুয়ে আছে, তার ফুলের মতো শরীরকে কেটে ছিন্নভিন্ন করছে। এই করুণ পরিণতিতে কারোর কোনো দুঃখ নেই বরং সকলেই আত্মরক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুখোশ ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। পালানের মৃত্যুর সুযোগে ব্যক্তি শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। রায়বাবুর আরেক ভাড়াটিয়া শিবশঙ্করবাবু স্পষ্টবক্তা, দৃঢ়চেতা বলে পরিচিত। পালানের মৃত্যুর পর তিনি জয়দীপকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, পালানের বুড়ো পিতার খোঁজ করে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এনে মৃত সন্তানের সামনে উপস্থিত করেছে। তার এই তৎপরতা দেখে মনে হয় তিনি কোমল হৃদয় এবং বালকটির মৃত্যুতে মর্মাহত। সন্তানের মৃত্যুতে অসহায় বুড়ো পিতার শোকে সমব্যাথী হয়ে তিনি এসব ঝামেলা পোহায়নি; এতসবের মূল কারণ ব্যক্তিশত্রুতা। বাড়িওয়ালা রায়বাবুর সঙ্গে ছিল তার চরম বৈরিতা। এমন ঘটনার জন্য রায়বাবুকে 'ক্রিমিনাল' বলতেও দ্বিধা করে না। নাবালকের নৃশংস মৃত্যুকে হাতিয়ার করে শিবশঙ্কর বাবু পুরোনো রাগের প্রতিশোধ নিতে চান-

> "আপনি যাই বলুন, আপনার ল্যান্ডলর্ড আসলে কালপ্রিট। একটিও ভেন্টিলেটর রাখেনি মশাই? ক'টা টাকা খরচ হতো? ...স্পষ্ট কথা বলতে আমি ভয় পাই না। ফ্যাক্ট ইস ফ্যাক্ট।"[৯]

জয়দীপ ও অদিতির পরিবারে পরম শুভানুধ্যায়ী শিবশঙ্করবাবু এখন তাদের কাছে অসহনীয়। ব্যক্তিস্বার্থের রেষারেষির জোরে জয়দীপ চায়না বর্তমান সমস্যা সংকুলতায় বাড়িওয়ালাকে চটাতে। সমাজের সকলেই আত্মস্বার্থসাধনে মগ্ন। আমাদের চারপাশের সকলেই এখন সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপরায়ণ, এর জন্য দায়ি কে ব্যক্তির স্বার্থচরিতার্থ নাকি সমাজব্যবস্থা? কারণ একজন নাবালকের মৃত্যু ঘিরে ঘৃন্ন মনুষ্যত্বের অমানবিকতার পাশবিক নৃত্যউল্লাস সমাজ ও মানবিকতাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করায়।

অর্থের কাছে কেবল ব্যক্তি নয় আইনও বিক্রি হয়ে গেছে। আইনি ঝামেলায় উদভ্রান্ত জয়দীপ সৎ পরামর্শের জন্য পরিচিত উকিল পরমেশ্বরবাবুর দ্বারস্থ হয়। আদ্যোপান্ত ঘটনা শোনার পর পরমেশ্বরবাবুর উকিলি পরামর্শে সমাজের চরম সত্য ফুটে ওঠে। পালানের মৃত্যু থেকে দায়মুক্ত হবার জন্য জয়দীপ ভেন্টিলেটারহীন ঘরকেই দায়ী করে। কিন্তু পরমেশ্বরবাবুর মতে পালানকে কেন রান্না ঘরে শুতে যেতে হলো 'নেগলিজেন্স ইজ অ্যান অফেন্স।' অবহেলা একপ্রকারের অপরাধ। বারো বছরের বালককে প্রবল শীতের রাত্রে বারান্দায় পাতলা নোংরা শতরঞ্জিতে রাত কাটাতে হয়-এমন হৃদয়হীন ঘটনার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই তাদের। ঠিক তার বিপরীতে জয়দীপ নিজের সন্তানকে গরম লেপের উষ্ণতা দিয়েছে। পালানের প্রতি এতটাই অবহেলা ছিল যে তার মৃত্যুর পরও তাদের মন দুঃখিত নয় বরং দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। এই দুশ্চিন্তা পুলিশি তদন্ত থেকে মুক্তির চিন্তা, নিজের সন্তান পালানের শোকে অসুস্থ না হয়ে পড়ে তার দুশ্চিন্তা, বালক ভৃত্যের মৃত্যুর জন্য সামাজিক মান-সম্মান হারানোর দুশ্চিন্তা। অবহেলা মানুষকে মানসিকভাবে বিধ্বস্থ করে তোলে। পরমেশ্বরবাবুর কথামতো সঠিক বিচার হলে জয়দীপ ও অদিতি এই দোষে অভিযুক্ত হবেন।

অবহেলা, অন্নাভাব, দারিদ্র্য, শতছিন্ন বস্ত্র, ছাদহীন আশ্রয় যার সম্বল ছিল তার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে কেউ খবর নেই না মরে গেলে পোস্টমর্টমের ধুম। অবসাদে, কঠিন পরিস্থিতিতে, দুঃখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে মানুষটিকে মর্গের টেবিলে শুয়ে থাকতে হয় না। আমাদের সমাজে জীবিতাবস্থায় ঘৃণিত ব্যক্তিটি মৃত্যুর পর আমাদের করুণার পাত্র হয়ে ওঠে-

> "একটা মানুষের মৃত্যু, আমাদের দেশে একটা মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব তার বুঝলে।"[১০]

একজন ভিখারীর ছেলে ভিখারী হবে না যদি সে শিক্ষা-খাদ্য-বাসস্থান ও সুন্দর পরিবেশে বাঁচে। তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দেওয়া আমাদের সমাজের কর্তব্য। ভিখারীর ভিক্ষাসম্বল জীবনের প্রতি আমরা যতখানি উদাসীন ততখানি উদগ্রীব ভদ্রলোকের গাড়িতে আঘাত পাওয়া ভিখারীর ছেলের রক্ত দেখে। তখনই মানবপ্রেম জাগরিত হয় ভিখারীর ছেলে বলে ভিখারীর রক্ত কি রক্ত নয়? আসলে আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা জনসমক্ষে বা প্রতিবাদী সভায় নিম্নশ্রেণীর মানুষদের প্রতি হওয়া বঞ্চনা-শোষণে সোচ্চার। কিন্তু নিজের ঘরের কাজে বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিম্নশ্রেণির প্রতি অবহেলা, শোষণের হার দ্বিগুণ-

> "মধ্যবিত্ত মানুষগুলো কি ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল। বড়লোকদের মতই। বিশ্বচরাচরে কোথায় কি অনাচার চলছে সে বিষয়ে সব সময় সচেতন, শুধু নিজের গৃহকোণটির বেলায় অসহায়।"[১১]

যার বাড়ির বালক ভৃত্য নোংরা বিছানায় শীতের রাত কাটে, একটু উষ্ণতার জন্য বদ্ধ রান্নাঘরে আশ্রয় নিতে হয়, যা তার মৃত্যুর কারণ সেই ভৃত্যের প্রভু একজন খুনী। নিজের গৃহকোণে হওয়া নির্মম মানবিকতাহীন অপরাধের প্রতি উদাসীন জয়দীপ। অন্যের অনাচারের ভুল-ত্রুটি ধরতে সে ব্যস্ত। তার ধনী বন্ধু অভিজিত বাড়ির চাকরকে দিয়ে পায়ের জুতো-মোজা খোলানো জয়দীপের মনে হয়েছিল এ মনুষ্যত্বের চরম অববানানা। ধনী বন্ধুর পাশে মধ্যবিত্ত জয়দীপ নিজেকে জুতো খোলা চাকরের সমশ্রেণি বোধ করায় অপমানিত হয়েছে। প্রচণ্ড শীতে বালক ভৃত্যের বারান্দায় রাত্রিযাপন আর চাকর দিয়ে পায়ের জুতো খোলানো দুই সমান অপরাধ। শ্রেণিবিশেষে এই অপরাধপ্রবণতার পার্থক্য কেবল অর্থবৈষম্যে।

পালানের মতো দরিদ্র নিম্নশ্রেণিরা বাঁচে সংকীর্ণতায়, মৃত্যুও হয় পথপ্রাণীদের মতো। তারা মারা যাওয়ার পর সমাজের মানবিকতা জাগরুক হয়। সমাজের বঞ্চনা-শোষণের প্রতি তারা একাই লড়াই করে- "ঐ বাচ্চা ছেলেটা, পালান না কি নাম, ও মরে গিয়ে একা লড়াই করছে।" তার অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী অপরাধী জয়দীপকে বাঁচাতে সমাজের শিবশঙ্কর বাবু, বাড়িওয়ালা রায়বাবু, উকিল, পুলিশ এবং অফিসের কলিগ সকলেই তাকে সাহায্য করেছে। অসহায় পালান প্রচণ্ড শীতে একটু উষ্ণতার জন্য প্রাণ হারিয়েছে-মরার পরও আদর্শহীন সমাজে ন্যায় পেতে একাকী লড়াই করছে। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট বদলাতে জয়দীপকে সাহায্য করে অফিস কলিগ রাধানাথ। রাধানাথের ভগ্নিপতি ড. বসু পেশায় ডাক্তার, আদ্যোপান্ত শুনে বলে -

> "এ তো সিম্পল কেস অব অ্যাসফিকসিয়েশন, আকছার হয় আমাদের দেশে। ল্যাক অব এডুকেশন তার জন্য দায়ী, আপনিও নন আমিও নই।"[১২]

অর্থাৎ পালানদের মতো অসহায়দের প্রতি এমন ঘটনা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের এই করুণ পরিণতির জন্য সমাজ, গভর্নমেন্ট, ল্যাক অব এডুকেশনের দোহাই না দিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় পালানদের মতো অনেককে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে পারি। জয়দীপের সন্তানের চেয়ে মাত্র কয়েকবছরের বড়ো পালান। স্কুলে যাওয়ার বয়সে কেন পালানকে গৃহমালিকের সন্তানের জন্য উনুনে রান্না করতে হয়? কেন তাকে খোকার সঙ্গে ড্রইংরুমে পড়া পড়া খেলায় সঙ্গ দিতে হয়? পালানকে ইংরেজী শিখানোর দৃশ্যে খোকার বাহাদুরিতে ড্রইংরুমে বসে একমুখ সিগারেট ছেড়ে খোকার পিতার হাসির উদ্রেক করলেও এই দৃশ্য আমাদের বিবেকে কশাঘাত করে। ইস্কুল-ইস্কুল খেলা নয় এই বয়সে বিদ্যালয়ে যাওয়ায় পালানের অধিকার। কিন্তু দারিদ্র্যতা, সামাজিক কাঠামো তাকে এমন পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়েছে যে অন্যের ব্যাগ বহন করাতেই তার আনন্দ-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 181 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পালানকে দেখে সেদিন হঠাৎ মনে হয়েছিল, স্কুলের বইভর্তি ঐ স্ট্র্যাপ দেওয়া ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যেতে পাওয়ায় ও যেন খুব খুশি, বোধহয় একটু গর্বিত।"[১৩]

বহু পালান এই ভাবেই গর্বিত হয়। এই গর্ব একবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও মানবিকতাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করায়। অর্থ জোরে বহু অপরাধী সমাজে নিরাপরাধ। ঘুষের কাছে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা নিম্নশ্রেণির মানুষরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। ড. বোস পদের জোরে পালানের পোস্টমর্টমের রিপোর্টে বদল করিয়েছেন। আর্থিক অনগ্রসর শ্রেণির মানুষরা ভ্রষ্ট সমাজের জটিল আইনের প্যাঁচের সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম; তাই পালানের পিতা সন্তানের মৃত্যুর জন্য দায়ী অপরাধীদের শাস্তির প্রতি সরব না হয়ে বিষন্নহৃদয়ে গ্রামে ফিরে গেছে। অর্থের কাছে বিক্রিত আইনিব্যবস্থায় সুবিচারের আশা করা হাস্যকর।

সমাজের দোষক্রুটি ও ব্যক্তিচরিত্রের অপরাধকে উদঘাটিত করতে লেখক একটি কাল্পনিক বিচারসভার বসান। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী এই কাল্পনিক বিচারসভায় মুখ ও মুখোশের ভণ্ডামিকে বাস্তবের সম্মুখে এনেছেন। এমন কাল্পনিক বিচারসভার কারণ, বাস্তবের বিচারসভায় বঞ্চিত-শোষিতরা যথাযথ ন্যায় অকল্পনীয়; তাই মনগড়া বিচারকক্ষে পালানের মৃত্যুর প্রকৃত অপরাধীদের বিচার করেছেন। এই বিচারসভায় মৃত্যুতদন্তের সঙ্গে জড়িত সকলেই উপস্থিত হয়েছে এবং তদন্ত সম্পর্কে নিজস্ব বয়ান দিয়েছে। পুলিশ এস-আই মহামান্য বিচারপতির কাছে কেসের কারণ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছেন-অদিতি ও জয়দীপ সান্যালের বাড়ির রান্নাঘরে মৃতদেহটি উপুড় হয়ে দুর্গন্ধময় বিছানায় পড়েছিল, বাড়িওয়ালা রায়বাবু লাথি মেরে দরজা ভেঙে উদ্ধার করেছিল। পরে ডেডবডি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়। পোস্টমর্টমের ডাক্তারের রিপোর্ট অনুসারে এটি হতে পারে অ্যাকসিডেন্ট কিংবা আত্মহত্যা বা মার্ডার। ঘটনার সত্যতা জানতে শুরু হয় সাক্ষীগ্রহণ। প্রথম সাক্ষী অদিতির মতে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী চাকর বিশ্বনাথ। তাদের বাড়ির টাকা-পয়সা চুরি করে পালালে তাদের মনে অবিশ্বাস জন্মে, সেইকারণে পালানকে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। অদিতির এই সাক্ষ্যদানে তাকে সকলেই অপ্রকৃতিস্থ মনে করে। বিচারসভায় উপস্থিত শ্যামলী মৃত্যুর জন্য সান্যাল দম্পতিকেই দায়ী করে, কারণ জয়দীপ পূর্বে শ্যামলীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে-সবজেনে জয়দীপের ওপর অবিশ্বাসের পরেও অদিতি তাকে বিবাহ করেছে। কেবল পালানের মৃত্যুই নয়, অতীতে শ্যামলীর ভালোবাসাকেও তারা হত্যা করেছে। জয়দীপের উকিলের মতে কিছু টাকার জন্য নাবালক সন্তানের সকল দায়-দায়ত্ব অন্যের উপর ন্যস্ত করা অন্যায়- তাই মৃত্যুর সকল দায় বালকের বাবার। আদালতে বাদ-বিবাদের চরম মুহূর্তে এক উন্মাদ তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কে এই উন্মাদ? বিচারসভায় কেন এই উন্মাদ? পালানের মৃত্যুর আসল সত্যকে বিচারসভায় উপস্থাপন করেছে এই বদ্ধ উন্মাদ। লেখক উন্মাদ চরিত্রের দ্বারা আমাদের প্রতি স্যাটেয়ার করেছেন। সত্যবাদী ব্যক্তি আমাদের সমাজ বদ্ধ উন্মাদ বলে বিবেচ্য। বদ্ধ উন্মাদ পালানের মৃত্যুর কারণের প্রকৃত স্বরুপকে তুলে ধরেছেন-

> "আমি অনেকক্ষণ চুপ করে আছি, আমরা অনেককাল থেকে চুপ করে আছি। কিন্তু এখন আর আমি চুপ করবো না। কারণ একজনও এখানে সত্যি কথাটা বলছেন না। বাট ট্রুথ মাস্ট কাম আউট। দেশের দারিদ্রের কথা, আর্থিক অবস্থার কথা আপনারা কেউই বলছেন না। কেন ঐ বুড়ো লোকটাকে মাত্র কুড়ি টাকার জন্য তার একমাত্র ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে হয়েছিল? কেন? কেন ছেলেমেয়ের মুখে ভাত তুলে দেওয়ার সামর্থ্য নেয় ঐ বৃদ্ধের? যে বয়সে ঐ ছেলেটির নিজেরই স্কুলে যাবার কথা, সে বয়সে কেন তাকে সান্যাল দম্পতির পুত্রের স্কুলব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে হয়? কেন ঐ জয়দীপ সান্যাল ও অদিতি সান্যাল তাদের ভৃত্যটিকে ভালো মাইওনে দিতে পারে না? কেন তাকে গরম বিছানা কিংবা শোবার জায়গা দিতে পারে না? অদিতি সান্যাল বিশ্বনাথ নামের যে ভৃত্যটিকে দায়ী করতে চেয়েচছিলেন, কেন সে ঐ অতটুকু বয়সে ঘটি আংটি টাকা চুরি করতে বাধ্য হয়।"[১৪]

'খারিজ' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৭৪। বিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসমস্যা, দুর্বল খাদ্যনীতি, আমদানি-রপ্তানির ঘাটতি, ভাগচাষীর অভাব, ব্যর্থ সমবায় নীতি কারণে সমাজে বিশৃঙ্খল দেখা দিয়েছিল। কেবল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 181 - 189
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শহরেই নয়, গ্রামেও খাদ্যসংকট তীর্ব হয়েছিল। যার কারণে আমরা দেখি পালানের পিতা পরিবারের মুখে অন্ন জোগাতে অক্ষম। স্বল্পটাকা ও খাদ্যের বিনিময়ে বারো বছরের পালানকে অন্যের অন্যের দায়িত্বে রেখে যায়। অন্নসমস্যা যখন প্রবল তখন শিক্ষাচিন্তা দূর অস্ত। এসময় শিক্ষা সচেতনতায় ব্যপক ঘাটতি দেখা দেয়। ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষার হার ৩৬.৩৮ শতাংশ ও ৪০.৫১ শতাংশমাত্র। কেবল পালানের পিতার অক্ষমতা বা অদিতি-জয়দীপের অবহেলা নয়, ঘুণধরা ভঙ্গুর সমাজ এবং সমাজব্যবস্থাও পালানের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

বাস্তবিক বিচারসভায় এমন কিছুই ঘটনা ঘটেনি। সমাজ ব্যবস্থার সাজানো সমারোহকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য বাস্তবে উন্মাদ ব্যক্তি নেয়। সত্যবাদী, সরল মন নিয়ে উলঙ্গ রাজাকে প্রশ্ন করার কেউ নেই ‘রাজা, তোর কাপড় কোথায়’। উমেদারি, প্রবঞ্চক, আপাদমস্তক ভীতু, ফন্দিবাজ, স্বার্থান্বেষী, সুযোগসন্ধানী মানুষে ভরে গেছে আমাদের সমাজ। অর্থবল, পদমর্যাদা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, স্তাবকতার জোরে সত্যকে চাপা দেওয়া হয়। তাই পালানের মৃত্যুদণ্ডে বিচারক রায় দেন-

> “ইট ওয়াজ এ কেস অফ প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যান্ড হেন্স দি কেস ইজ ক্লোজড্। বলে ফাইল বন্ধ করে দিলেন। নিজেই ফাইলটার ফিঁতে বেঁধে গিঁট দিলেন।”[১৫]

বিচারকের ‘এ কেস অফ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল অ্যাকসিডেন্ট’ বিচারবাণী আমাদের উপহাসের মতো শোনায়। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী ‘খারিজ’ উপন্যাসে জয়দীপ চরিত্রের আত্মসমালোচনার আড়ালে সমগ্র সমাজের সার্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক ঘুণধরা অপরাধী সমাজে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধের সংকটের কথা বলেছেন। ‘পালান’ শব্দটির অর্থ ভার বহনকারী পশুর পিঠের গদিবিশেষ। আমাদের সমাজে পালানের মতো বহু বালক অর্থ ও অন্নের জন্য পশুর মতো সংসারের ভার বহন করে। দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে সুলভ মূল্যের বিনিময়ে পালানদের শোষণ করতে লজ্জিত হয় না সমাজ। শিশুশ্রম আমাদের দেশে দণ্ডনীয় অপরাধ। দুঃখজনকভাবে ভারতেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিশু শ্রমিকের উপস্থিতি। শহরাঞ্চলে গৃহকর্মে বা দোকানে তাদের বেশি ব্যবহার করা হয়। শ্রমের পাশাপাশি তারা মানসিক, শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। দারিদ্র্যতাই শিশু শ্রমের মূল কারণ। স্বার্থান্বেষী মনোভাব দূর করে আমরা যদি একে অপরের পাশে দাঁড়াই, বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ালে একটা সাম্যের সমাজ গড়ে উঠবে। সেই সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শোষণ-বঞ্চনা, দারিদ্র্যতা, অশিক্ষা, মেকি সংবেদনশীলতা দূর হয়ে কেবল ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে। সুষ্ঠ সমাজে মানবিকতার জয়ধ্বনির দায় আমাদের। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী পালানদের জন্য সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। যেদিন পালানরা পাবে পেটভর্তি অন্ন, শীতের পোষাক, জ্ঞানের আলো-শিক্ষার অধিকার সেই আশায় লেখক উপন্যাসটির উৎসর্গ করেন ‘পালান তোরা যেদিন পড়তে শিখবি সেদিনের আশায়’।

Reference:

১. চৌধুরী, রমাপদ, প্রসঙ্গকথা, খারিজ, উপন্যাস সমগ্র (১), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, চতুর্থ মুদ্রণ-জানুয়ারি-১৯৯২, পৃ. ৪৩৩-৩৪
২. চৌধুরী, শম্পা, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১২
৩. পুরকাইত, উত্তম সম্পাদিত, রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২০, পৃ. ৪৪
৪. চৌধুরী, রমাপদ, খারিজ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ- মে ২০১৬, পৃ. ৩০
৫. তদেব, পৃ. ৫২
৬. তদেব, পৃ. ৫৩
৭. তদেব, পৃ. ৬২
৮. তদেব, পৃ. ৩৯